উজ্জীবক বার্তা

বর্ষ- ১৭ ❖ সংখ্যা- ৭৩ ❖ জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯

THE HUNGER PROJECT

সম্পাদক
ড. বদিউল আলম মজুমদার

নির্বাহী সম্পাদক
নেসার আমিন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আঞ্চলিক কর্মকর্তাগণ

প্রকাশকাল
২৫ এপ্রিল ২০১৯

ডিজাইন ও মুদ্রণ
ইনোসেন্ট ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
১৪৭/১, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০।

প্রকাশক
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট
হেরাল্ডিক হাইট্স, ২/২, ব্লক-এ
মোহাম্মদপুর, মিরপুর রোড
ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১৩ ০৪৭৯, ৯১২ ২০৮৬
ফ্যাক্স: ৯১৪ ৬১৯৫
ওয়েব: www.thpbd.org
ফেসবুক: facebook.com/THPBangladesh

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রচেষ্টায়

মাদকাসক্ত ও জঙ্গিবাদ নির্মূলের লক্ষ্যে 'চারঘাট ঘোষণা'

'নেশা ছেড়ে কলম ধরি, মাদকমুক্ত সমাজ গড়ি'- এই স্লোগানকে সামনে রেখে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আয়োজনে ২৩ জানুয়ারি ২০১৯, রাজশাহীর চারঘাটে মাদকাসক্তি ও জঙ্গিবাদ বিরোধী পদযাত্রা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত দল-মত নির্বিশেষে সর্বস্তরের নাগরিকগণ মাদকাসক্তি ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তারা স্বাক্ষর করেন 'চারঘাট ঘোষণা'য়।

এই উপলক্ষে চারঘাট উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কানাডা হাই কমিশনের কাউন্সিলর (কর্মাশিয়াল) করিন প্যাট্রিসর। প্রধান আলোচক ছিলেন উপস্থিত ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাদকাসক্তি ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে চারঘাট ঘোষণার আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম বাদশা।

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক লুৎফর রহমান, চারঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মদ নাজমূল হক, চারঘাট মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম, চারঘাট উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ফকরুল ইসলাম এবং চারঘাট উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মুরাদ পাশা প্রমুখ।

চারঘাট ঘোষণায় বলা হয়: 'আমরা চারঘাটের সর্বস্তরের নাগরিক-নারী-পুরুষ-যুবা-দলমত নির্বিশেষে মাদকাসক্তি ও জঙ্গিবাদকে আমাদের সমাজ, জনপদ ও তারুণ্যের জন্যে গুরুতর হুমকি হিসেবে গণ্য করছি এবং ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মাধ্যমে এই হুমকি নিরসনে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করছি। আজ আমরা দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করছি যে, আমাদের প্রিয় চারঘাটকে আমরা মাদক ও জঙ্গিবাদের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত রাখব।...

মাদক ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে এই সামাজিক আন্দোলন সরকারের 'জিরো টলারেন্স' নীতিকে সফল করতে সরকার ও প্রশাসনের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। চারঘাটের সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সকল রাজনৈতিক দল, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, গণমাধ্যমকর্মী, শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিককর্মী, ধর্মীয় নেতা, সুশীল সমাজসহ সর্বস্তরের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে এই সামাজিক আন্দোলন পরিচালিত হবে। প্রাণচঞ্চল ও সৃজনশীল তারুণ্য এবং উদার, সহিষ্ণু, নিরাপদ, মুক্ত ও মানবিক সমাজ গড়ে তোলার প্রত্যয়ে উপরোক্ত অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে চারঘাটকে মাদক ও জঙ্গিবাদের ঝুঁকিমুক্তকরণে আমরা আমাদের এই অঙ্গীকার ঘোষণা করছি।'

সভায় বক্তারা বলেন, 'তারুণ্যের সুষ্ঠু বিকাশ ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ সৃষ্টির জন্য আমাদের সকলকে একসাথে কাজ করতে হবে। আগামী দিনের যোগ্য নাগরিক হিসেবে তরুণদের গড়ে তোলার জন্য লেখাপড়ার পাশাপাশি ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজে তাদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে এবং তাদের নেতৃত্ব বিকাশের পথ সুগম করতে হবে।' তরুণদের নেতৃত্বে সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজের সকল স্তরে মাদকের চাহিদা নির্মূল করবে বলেও জানান বক্তারা। সেইসঙ্গে বৈচিত্র্য ও বহুত্ববাদকে স্বীকৃতির অঙ্গীকার করার কথাও বলেন তারা।

আলোচনা সভা শুরু হওয়ার আগে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণে মাদকাসক্তি ও জঙ্গিবাদ বিরোধী পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। পদযাত্রাটি উপজেলার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। আলোচনা সভা শেষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ও সুজন-এর উদ্যোগে স্মরণসভা
শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় সানজিদা হক বিপাশাকে স্মরণ

১২ মার্চ ২০১৯ ছিল দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রোগ্রাম অফিসার ও সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক-এর সহযোগী সমন্বয়কারী সানজিদা হক বিপাশার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী। ২০১৮ সালের এই দিনে নেপালে এক মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় স্বামী রফিক জামান রিমু ও একমাত্র সন্তান অনিরুদ্ধ জামানসহ আরও ৫১ জনের সাথে তিনি প্রাণ হারান।

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে সানজিদা হক বিপাশার স্মৃতিচারণের জন্য দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ও সুজন পরিবার-এর পক্ষ থেকে এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। স্মরণসভাটি ১২ মার্চ ২০১৯, বিকেল ৩.০০টায়, তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া মিলনায়তন জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদ, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উপ-পরিচালক নাছিমা আক্তার জলি, সুজন ঢাকা মহানগর কমিটির সম্পাদক জুবায়েরুল হক ভুঞা নাহিদ, স্লোগান ৭১ এর সভাপতি সুজন মিয়া। এছাড়া বিপাশার ভাই শাহনেয়াজ সাব্বির উইন, রফিক জামান রিমুর বোন রেফায়েত আরা রিপু, বিপাশার চাচাতো ভাই ফজল মাহমুদ রবি এবং সুজন সচিবালয় ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা, সানজিদা হক বিপাশা, রফিক জামান রিমুর আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীগণ তাদের নিজ নিজ অনুভূতি ও স্মৃতিচারণ করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সুজন-এর কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকার।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সানজিদা হক বিপাশার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। এরপর সানজিদা হক বিপাশার জীবনী পাঠ করে শোনান সুজন-এর সহযোগী সমন্বয়কারী শামীমা আক্তার মুক্তা।

সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন, বাংলাদেশে সুশাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুজন যে আন্দোলন পরিচালনা করছে সানজিদা হক বিপাশা তার একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। বিপাশাকে আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। তার চারিত্রিক গুণ ছিল উন্নত, নিষ্ঠার সঙ্গে সে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতো। তার অকাল মৃত্যুকে আমি মেনে নিতে পারছি না। বিমানবন্দরের অব্যবস্থাপনার কারণেই বিপাশারা হত্যার শিকার হয়েছে আমরা মনে করি। কারণ দুর্ঘটনার পর খোঁজ নিয়ে আমরা বিমানবন্দরের নানান অব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে পারি।

তিনি বলেন, সানজিদা হক বিপাশা ছিলেন একজন নিবেদিত উন্নয়নকর্মী ও সমাজকর্মী। তার চলে যাওয়ার একজন যোগ্য নাগরিকের চলে যাওয়া। তার অকাল মৃত্যু সুশাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিরাট ক্ষতি। তার রেখে যাওয়া কাজগুলোকে সুন্দরভাবে করার মাধ্যমেই আমরা এই ক্ষতি পূরণ করতে পারি এবং বিপাশার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে পারি।

জুবায়েরুল হক ভুঞা নাহিদ বলেন, সানজিদা হক বিপাশা ছিলেন সদা হাসোজ্জল মানুষ। তিনি মানুষকে আপন করে নিতে পারতেন। এরকম একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান মানুষের অকালে চলে যাওয়া আমাদের সমাজ উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিরাট ক্ষতি।

প্রয়াত সানজিদা হক বিপাশা, স্বামী রফিক জামান রিমু ও একমাত্র সন্তান অনিরুদ্ধ জামান

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর অঞ্চলভিত্তিক প্রতিবেদন ও সফলতার গল্প

বরিশাল অঞ্চল

বাবুগঞ্জে হলিডে ক্যাম্প

‘বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে দৃঢ় চিত্তে এগিয়ে চলার প্রতিশ্রুতি’

দেশজুড়ে যখন কন্যাশিশু ও নারীদের ওপর সহিংসতা-নিপীড়ন-নির্যাতন বেড়েই চলেছে, ঠিক সে সময়ে বাল্যবিবাহ ও যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধের দীপ্ত শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে বরিশালের বাবুগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দিনব্যাপী ‘হলিডে ক্যাম্প’। উপজেলার ২২টি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আনন্দ-উচ্ছাসে মেতে ওঠে। আনন্দঘন পরিবেশে শোনায় তাদের পরিবর্তনের গল্প। অনুষ্ঠানে কন্যাশিশুদের প্রতি সব ধরনের সহিংসতা বন্ধ ও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ ঘোষণা করেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও রাজনীতিবিদরা। উল্লেখ্য, ‘হলিডে ক্যাম্প’ অনুষ্ঠানটি ‘হার চয়েজ’ প্রকল্পের আওতায় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

১৯ এপ্রিল ২০১৯, মাধবপাশা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত উক্ত হলিডে ক্যাম্পে ‘কন্যাশিশুদের জন্য নিরাপদ বিদ্যালয় ক্যাম্পেইন’-এর অন্তর্ভুক্ত বাবুগঞ্জ উপজেলার ২২টি বিদ্যালয়ের প্রায় চারশত ইয়ুথ ইউনিটের সদস্য, শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবক-সহ সাড়ে পাঁচশত মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বীথিকা সরকার। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাবুগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কাজী ইমদাদুল হক দুলাল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ইকবাল আহমেদ আজাদ এবং উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারজানা বিনতে ওহাব, ইউপি চেয়ারম্যান মো. জয়নাল আবেদীন, সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা মো. মহিউদ্দিন এবং চাঁদপাশা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যক্ষ তাহমিনা আক্তার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ক্যাম্পইনের বিগত বছরগুলোর অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় নিয়ে মতবিনিময় করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কাজী এমদাদুল হক দুলাল বলেন, ‘কন্যাশিশু ও নারীর প্রতি নির্যাতন-নিপীড়নকারীরা কোনো দলের নয়। তারা যে দলেরই হোক না কেন, তাদের জন্য কোনো ছাড় নেই।’ নারীর প্রতি সহিংসতা ও বাল্যবিবাহের ঘটনায় তিনি ‘জিরো টলারেন্স’ অবস্থা ঘোষণা করেন।

স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মেহের আফরোজ মিতা। বক্তব্য প্রদানকালে তিনি বলেন, ‘কন্যাশিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বিদ্যালয়কে তাদের জন্য নিরাপদ করে তোলা এবং বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ‘হার চয়েজ’ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন

করছে। প্রকল্পটি তরুণ-তরুণীদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বয়ঃসন্ধিকালীন শিক্ষা ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে ভূমিকা পালন করছে। আমরা মনে করি, তারুণ্যের ভবিষ্যৎ মানে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ। তাই তারা যেন নিপীড়নমুক্ত পরিবেশে বেড়ে উঠতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।’

হলিডে ক্যাম্পে কন্যাশিশুদের অংশগ্রহণে কাবাডি প্রতিযোগিতা, শিক্ষার্থীদের হাতের কাজের, কুইজ প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক নাটিকা পরিবেশন, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, র‍্যাফেল ড্র এবং পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সবশেষে উপস্থিত সকলের বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে দীপ্ত শপথ ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে অনন্য এই আয়োজনটির সমাপ্তি ঘটে।

সফলতার গল্প

নারীনেত্রী মাহফুজা বেগম এখন স্বাবলম্বী

মো. মহিদুল ইসলাম জামাল ❑ নিজ কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা নিজের ভাগ্য নিজেই বদল করেছেন নারীনেত্রী মাহফুজা বেগম। তার জন্ম ১৯৮৬ সালে, বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার লাকুটিয়া গ্রামে। ২০০১ সালে একাদশ শ্রেণিতে পড়াস্থায় মাহফুজার বিয়ে হয় পাশের গ্রামের সৈয়দ মো. জাহাঙ্গীর আলম-এর সাথে। বিয়ের পরে বেশ কিছু দিন সুখেই কাটে তাদের জীবন। সময়ের ধারাবাহিকতায় মাহফুজার সংসারে আসে এক কন্যা ও পুত্র সন্তান। কিন্তু অভাব-অনটনের কারণে নিদারুণ কষ্টে দিন পার করতে থাকেন তিনি। সংসারের আয় বাড়াতে একটি উপায় খুঁজতে থাকেন মাহফুজা। দর্জি বিজ্ঞান বিষয়ক এক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন তিনি। কিন্তু কীভাবে সংসারের আয় বাড়াবেন সে পথ ছিল তার অজানা। ঠিক সে সময় স্থানীয় ইউপি সদস্য শাহনাজ পারভীন মাহফুজাকে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর ‘নারী নেতৃত্ব বিকাশ’ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। তার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে মাহফুজা ২০১৩ সালে (১১৯তম ব্যাচ) উক্ত প্রশিক্ষণে অংশ নেন। এই প্রশিক্ষণই বদলে দেয় তার জীবন ও জীবন চলার পথ। যুক্ত হন আয়মুখী কার্যক্রমের সাথে। জমানো কিছু টাকা দিয়ে একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন। শুরু করেন অর্ডার নিয়ে কাপড় সেলাইয়ের কাজ। কাজ পেতেও থাকেন বেশ। সেলাই কাজের পাশাপাশি মাহফুজা অন্য নারীদের সেলাই প্রশিক্ষণ দেন। এসব কাজ করে তিনি বর্তমানে চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা আয় করেন। আয় বাড়ায় মাহফুজার সংসারে এসেছে স্বচ্ছলতা। স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখেই বসবাস করছেন তিনি। তার কন্যা এবার এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। ছেলে স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে। নিজ পরিবারে স্বচ্ছলতা আনয়নের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম যেমন, বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন বন্ধে অবদান রেখে চলেছেন নারীনেত্রী মাহফুজা বেগম।

কুমিল্লা অঞ্চল

সফলতার গল্প

সমিতির মাধ্যমে নারীদের স্বাবলম্বী করে তুলছেন নারীনেত্রী বিলকিছ আক্তার

তৃণমূলের বলিষ্ঠ নারীনেত্রী বিলকিছ আক্তার। তিনি কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার উত্তরদা ইউনিয়নের আতাকরা গ্রামের বাসিন্দা। বিলকিছ দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে জেন্ডার বৈষম্য, নারী নির্যাতনের কারণ ও প্রতিরোধের উপায় এবং নারীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া ও রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত হওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে জানান সুযোগ পান। প্রশিক্ষণ থেকে বিলকিছ শিখেন যে, সমাজে পুরুষরা যে কাজ করতে পারে, নারীরাও সে কাজ করতে সক্ষমতা রাখে। শুধু দরকার আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাস।

প্রশিক্ষণ শেষে বিলকিছ নিজ গ্রামে ফিরে আসেন এবং সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের সাথে যুক্ত হন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, নারীর হাতে সম্পদ থাকলে পরিবারে তথা সমাজে তার মর্যাদা বাড়ে, রোধ করা যায় নারী নির্যাতন। এমন ভাবনা থেকে ২০১৮ সালের জুন মাসে আতাকরা গ্রামের নারীদের নিয়ে তিনি গড়ে তোলেন 'আতাকরা সুগন্ধা গণগবেষণা মহিলা সমবায় সমিতি'। সমিতির ২৫ জন সদস্য প্রত্যেকে মাসে ১০০ টাকা করে সঞ্চয় করেন। বর্তমান সমিতির সঞ্চয় দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩০ হাজার টাকা। বিলকিছ জানান, ইতিমধ্যে সমিতির সদস্যদের মধ্যে ঋন প্রদান করে সমিতির আয় বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন তারা। সমিতির সঞ্চয়ের টাকা থেকে তারা একটি গাভিও ক্রয় করেছেন।

গত ২২ জানুয়ারি ২০১৯, এ সমিতির কার্যকরী কমিটি গঠনের লক্ষ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ কাফেয়ারা বেগমকে সমিতির সভাপতি এবং বিলকিছ আক্তারকে সম্পাদক হিসেবে আগামী দুই বছরের জন্য নির্বাচিত করেন।

সফলতার গল্প

আদর্শ গ্রাম গঠনের স্বপ্ন দেখেন নারীনেত্রী জোসনা আক্তার

যৌতুক, বাল্যবিবাহ ও ইভটিজিং-সহ বিভিন্ন সামাজিক ব্যধিমুক্ত একটি আদর্শ গ্রাম গঠনে একদল মানুষের মধ্যে প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলা, তাদেরকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করা এবং সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার মধ্য দিয়ে গ্রাম উন্নয়ন টিমের (ভিডিটি) মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছেন নারীনেত্রী জোসনা আক্তার। তিনি কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ উপজেলার মৈশাতুয়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের আমতলী গ্রামের বাসিন্দা।

জোসনা আক্তার-এর ১০ মার্চ ২০১৯, সকাল ১০.০০টায় আমতলী গ্রামের সাহিদা মেম্বারের বাড়িতে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ক এক উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তিনি উঠান বৈঠকে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭-এর আলোকে শিশু কে? বাল্যবিবাহ কি? বাল্যবিবাহ কেন অপরাধ? বাল্যবিবাহে জড়িত পিতা-মাতাসহ অন্যান্যদের শাস্তির বিষয়ে বিশদ আলোকপাত করেন। এছাড়া বাল্যবিবাহ বন্ধে করণীয় বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা করেন তিনি। উঠান বৈঠকে উপস্থিত ১৮ জন নারী এবং ৩ জন পুরুষের প্রত্যেকে নিজ নিজ পরিবার ও গ্রামকে বাল্যবিবাহমুক্ত রাখার বিষয়ে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

ঝিনাইদহ অঞ্চল

সফলতার গল্প

আত্মপ্রত্যয়ী রুপার গল্প

ইকবাল হোসেন ❑ অসহায়ত্ব কাটিয়ে মোছা. রুপালী খাতুন এখন স্বাবলম্বী। তিনি ১৯৯০ সালে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এসএসসি পাস পাশ করার পর মাত্র ১৪ বছর বয়সে তাকে বাল্যবিবাহের শিকার হতে হয়। অনেক আশা-ভরসা নিয়ে প্রবেশ করেন সংসার নামক সামাজিক বন্ধনে। ধীরে ধীরে স্বামীর সংসারে মানিয়ে নেন সবকিছু। বিয়ের দু বছরের মধ্যে রুপার কোলজুড়ে আসে এক পুত্র সন্তান। ছেলের বয়স যখন ছয়মাস, তখন পারিবারিক ঝগড়া-বিবাদের জের ধরে রুপার স্বামী জিয়াউর বিষপানের মাধ্যমে আত্মহত্যা করেন। যে সুখের আশা নিয়ে ঘর বেঁধেছিলেন রুপা, স্বামীর অকাল মৃত্যুতে তা ভেঙে তছনছ হয় যায়।

স্বামীর মৃত্যুর পর বাবার বাড়ি চলে আসেন রুপা। সে সময় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর ইউনিয়ন সমন্বয়কারী মো. জুয়েল রানার সাথে সাক্ষাৎ হয় রুপার। জুয়েল রানা রুপাকে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ জানান। সে আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ২০১৪ সালে রুপা উক্ত প্রশিক্ষণে (১৭২তম ব্যাচ) অংশ নেন। রুপা প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে বাস্তব জীবনে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন। নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার জন্য তিনি তার এক আত্মীয়ের কাছ থেকে কাপড় সেলাইয়ের কাজ শিখে নেন। পরে একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করে কাপড় সেলাইয়ের কাজ শুরু করেন। এই কাজ করে রুপা এখন অনেকটাই স্বাবলম্বী।

স্থানীয় নারীদের স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে একটি গণগবেষণা সমিতি গড়ে তুলেছেন রুপা। সমিতির সদস্য সংখ্যা ১৭ জন। বর্তমানে সমিতির মোট সঞ্চয় দাঁড়িয়েছে তের হাজার টাকা। এছাড়া একজন নারীনেত্রী হিসেবে মোছা. রুপালী খাতুন বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে যেমন, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধ, ঝরে পড়া শিশুদের পুনরায় বিদ্যালয়গামীকরণ, জন্মনিবন্ধন, বয়স্ক শিক্ষা এবং গর্ভবতী নারী ও প্রসূতি মায়েদের স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি বিষয়ে ভূমিকা পালন করেন।

সফলতার গল্প

অসহায়ত্ব কাটিয়ে সাহারন নেছা এখন আত্মনির্ভরশীল

গোলাম আম্বিয়া ❑ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রয়েছে বিপুল ইচ্ছাশক্তি ও আত্মশক্তি, যা কাজে লাগিয়ে যে কেউ হতে পারেন স্বাবলম্বী এবং অবদান রাখতে পারেন নিজ পরিবারে ও সমাজে। নারীনেত্রী সাহারন নেছা

এভাবেই নিজ আত্মশক্তিকে কাজে লাগিয়ে হয়ে উঠেছেন স্বাবলম্বী।

সাহারন মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার রাইপুর ইউনিয়নের কড়ুইগাছি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা দরিদ্র কৃষক মো. তাইজাল হোসেন, আর মা আমেনা খাতুন। এইচএসসি পাশ করার পর ২০১১ সালে সাহরন মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের আরিফুরের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের এক বছর পর সাহারনের কোল আলোকিত করে আসে এক পুত্র সন্তান। বিয়ের সময় সাহারনের বাবা মেয়ে জামাইকে যৌতুক হিসেবে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা দেন। কিন্তু তাতে তুষ্ট নয় সাহারনের স্বামী আরিফুর। এরপর আরিফুল দ্বিতীয় বিবাহ করলে সাহরনের জীবনে নেমে আসে দুঃসহ যন্ত্রণা। সাহারন এই যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণের বিশেষ করে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার উপায় খুঁজতে থাকেন।

সে সময় তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ থেকে সাহারন জানতে পারেন যে, মানুষ তার মেধা, পরিশ্রম ও আত্মশক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিজের জীবন পরিবর্তনের পাশাপাশি অন্যের জীবনমানের পরির্তনেও ভূমিকা রাখতে পারে। সেখান থেকেই সাহারনের পথ চলা শুরু। সেলাই প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজ বাড়িতে বসে শুরু করেন সেলাইয়ের কাজ। এই কাজ করে বর্তমানে তিনি প্রতিমাসে গড়ে পাঁচ হাজার টাকা আয় করেন। শুধু তাই নয়, সেলাই প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে গ্রামের অন্য নারীদেরও স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করছেন নারীনেত্রী সাহারন নেছা।

ঢাকা অঞ্চল

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনের লক্ষ্যে

গ্রামে গ্রামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সভা

স্থানীয় পর্যায়ে স্থানীয় উদ্যোগে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনের লক্ষ্যে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার দিঘী ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামে চলছে গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সভা। সভায় কমিটির সদস্যরা তাদের গ্রামের নানা সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে একটি মাসিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য নিজেরাই নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কখনও ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতার মধ্য দিয়ে তারা অনেক সমস্যার সমাধান করে থাকেন।

ভিডিটির মাধ্যমে ইউনিয়ন ও গ্রামবাসীর মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তৈরি হচ্ছে। ইউনিয়ন পরিষদ ভিডিটিকে নানাভাবে সহযোগিতা করে থাকে এবং ভিডিটির কাজের খোঁজ-খবরও রাখে। আর ভিডিটি কয়েকমাস পরপর তাদের গৃহীত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিয়ে পরিষদের সাথে বৈঠকও করে। ফলে ইউনিয়ন পরিষদ হয়ে উঠছে ইউনিয়নের উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু।

গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে রৌহদহ গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উন্নয়ন সমন্বয়কারী আব্দুস সালাম বলেন, 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) মূল্য লক্ষ্য হচ্ছে এমন উন্নয়ন সাধন করা যাতে কেউ পিছিয়ে না থাকে, সবাই যাতে সমান তালে এগিয়ে যায়। অর্থাৎ আমাদের সকলের জীবনমানের সামগ্রিক পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু কীভাবে এই পরিবর্তন সম্ভব? এটিই মূল চ্যালেঞ্জ। এজন্য আমাদের প্রত্যেককেই দায়িত্ব নিতে হবে। পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে হবে। সম্পর্ককে সম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে। সকলে মিলে গ্রামের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। তবেই টেকসই উন্নয়ন অর্জন করা সম্ভব। আর পরিষদ এক্ষেত্রে অভিভাবকের ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা আশা করি।' সকলের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে সভার শেষ পর্যায়ে ভিডিটির পরবর্তী মাসের উন্নয়ন পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

খুলনা অঞ্চল

ষাটগুম্বজ ইউনিয়নে হলিডে ক্যাম্প, পরিদর্শন করলেন আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

২৫ মার্চ ২০১৯, সকাল ১০.০০টায় বাগেরহাট জেলার ষাটগুম্বজ ইউনিয়নের বিএসসি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় হলিডে ক্যাম্প। ক্যাম্পটি পরিদর্শনে আসেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও নেদারল্যান্ড থেকে আগত সাত সদস্যের আমন্ত্রিত প্রতিনিধি দল। অতিথিরা খুলনা থেকে ষাটগুম্বজ টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজ পর্যন্ত পৌঁছালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট পরিচালিত 'মেয়েদের জন্য নিরাপদ বিদ্যালয় ক্যাম্পেইন'-এর ইয়ুথ ইউনিটের মেয়ে সদস্যরা সাইকেল চালিয়ে তাদেরকে 'গার্ড অব অনার' জানায় এবং বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ পর্যন্ত নিয়ে আসে।

আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ প্রথমে হলিডে ক্যাম্পের স্টলগুলো ঘুরে দেখেন। প্রতিটি স্টলে 'মেয়েদের জন্য নিরাপদ বিদ্যালয় ক্যাম্পেইন'-এর বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র, বিভিন্ন খেলাধুলায় মেয়েদের প্রাপ্ত পুরস্কার, অভিযোগ বাক্স, দেয়াল পত্রিকা ও সামাজিক ম্যাপ ইত্যাদি তুলে ধরা হয়। ইয়ুথ ইউনিটের মেয়েরা সাবলীল ভাষায় ইংরেজিতে অতিথিদের সামনে এসব উপস্থাপন করে। অতিথিবৃন্দ স্টল পরিদর্শন করে অভিভূত ও মুগ্ধ হয়েছেন বলে মন্তব্য করেন।

স্টল পরিদর্শনের পর আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক ভিডিও চিত্র দেখেন। এরপর শুরু হয় আলোচনা সভা। সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাগেরহাট সদর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান রিজিয়া পারভীন। সভার শুরুতে রাজাপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের ইয়ুথ ইউনিটের সদস্য রাফিয়া নওশীন নিমু, সুন্দরঘোনা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী বনানী ও শুভদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী লক্ষ্মী রাণী তাদের বিদ্যালয়ে পরিচালিত 'মেয়েদের জন্য নিরাপদ বিদ্যালয়

ক্যাম্পেইন'-এর কার্যক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ও সফলতার চিত্র তুলে ধরেন। এরপর ড. বদিউল আলম মজুমদার উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকদের নিয়ে প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু করেন। সবশেষে নৃত্যানুষ্ঠান ও খেলাধুলার মধ্য দিয়ে হলিডে ক্যাম্পের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের উপস্থিতিতে ষাটগুম্বজ ইউনিয়নে মতবিনিময় সভা

ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর স্বেচ্ছাব্রতীদের সহায়তায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে বাগেরহাট সদর উপজেলার ষাটগুম্বজ ইউনিয়নে পরিচালিত কার্যক্রম দেখে অভিভূত ও মুগ্ধ হয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও নেদারল্যান্ড থেকে আগত একদল আমন্ত্রিত প্রতিনিধি। প্রতিনিধিবৃন্দের আগমন উপলক্ষে ২৫ মার্চ ২০১৯, বিকাল ৩.০০টায় ইউনিয়ন পরিষদের সভাকক্ষে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ছাড়াও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার, ষাটগুম্বজ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আক্তারুজ্জামান বাচ্চু, পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাব্রতীবৃন্দ।

ড. বদিউল আলম মজুমদার তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'ইউনিয়ন পরিষদগুলো যদি স্থানীয় পর্যায়ে সফলতার সাথে এসডিজি বাস্তবায়নের কার্যক্রম চালিয়ে যায়, তবে দেশের উন্নয়ন দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হবে।' এসডিজির অভীষ্টগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

এর আগে সভার শুরুতে ইউপি চেয়ারম্যান আক্তারুজ্জামান বাচ্চু তার ইউনিয়নে এসডিজি বাস্তবায়নে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর স্বেচ্ছাব্রতী দলের সক্রিয় ভূমিকার প্রশংসা করেন। তিনি তার ইউনিয়নে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূর করার জন্য পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। গ্রাম উন্নয়ন দল এক্ষেত্রে পরিষদকে সহযোগিতা করছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। ষাটগুম্বজ ইউনিয়নে নিয়মিত ওয়ার্ডসভা, স্থায়ী কমিটির সভা, উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশন এবং ইউনিয়ন পরিষদের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয় জানান তিনি।

এরপর ভিডিটির সদস্য মোল্লা নজরুল ইসলাম জানান, উজ্জীবক, নারীনেত্রী, ইয়ুথ লিডার, গণগবেষক ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়েছে রাজাপুর গ্রাম উন্নয়ন দল। এই দলের নিয়মিত ফলো-আপ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং গ্রামের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গণগবেষণা সমিতিগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে বলে জানান তিনি।

ইউনিয়ন পরিষদের পারিবারিক বিরোধ নিরসন, স্বাস্থ্য-শিক্ষা-শিশুকল্যাণ স্থায়ী কমিটির সভাপতি মরিয়ম বেগম জানান, স্বাস্থ্যসেবা দিতে, বিদ্যালয় থেকে শিশুদের ঝরে পড়া রোধ করতে এবং নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করতে তিনি ও তার কমিটি এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর স্বেচ্ছাব্রতী দল ও গ্রাম উন্নয়ন দল কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। নারীনেত্রী মমতা সেন একজন নারীনেত্রী হিসেবে কমিউনিটিতে তার ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন। সুরমা জিজিএসের সম্পাদক নাজমা বেগম ক্ষুধা-দারিদ্র্য দূর করতে গণগবেষণা সমিতিগুলোর কার্যক্রম ও সফলতা তুলে ধরেন।

বেতাগা ইউনিয়নের জয়পুর গ্রামে
গ্রাম উন্নয়ন টিমের সাথে ফলো-আপ সভা: একগুচ্ছ কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ

সাধন দাশ ❑ 'আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনও দরিদ্র থাকতে পারে না'– এই স্লোগানকে সামনে রেখে গ্রামের সচেতন নারী-পুরুষ, জনপ্রতিনিধি এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে সাথে নিয়ে কীভাবে গ্রামের ইতিবাচক পরিবর্তন আনা যায় সেই লক্ষ্যেই কাজ করে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহায়তায় গঠিত 'গ্রাম উন্নয়ন দল' (ভিডিটি)। ০৩ মার্চ ২০১৯, অনুষ্ঠিত হয় বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার বেতাগা ইউনিয়নের জয়পুর গ্রামের গ্রাম উন্নয়ন দলের ফলো-আপ সভা। এতে সভাপতিত্ব করেন গ্রাম উন্নয়ন দলের সভাপতি মিনতী গোস্বামী। সভার শুরুতে ২০১৮ সালে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিবরণ তুলে ধরা হয় এবং সেগুলো পর্যালোচনা করা হয়। সভায় পরবর্তী দুই মাসের কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সভায় জানানো হয় দলের সদস্যদের মধ্যে মল্লিকা দাশ, মনিলা দাশ এবং মিনতী গোস্বামী বাল্যবিবাহ বন্ধে চারটি উঠান বৈঠক, কৌশিক চক্রবর্ত্তী এবং তমা চক্রবর্ত্তী একটি বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম, ঝুম্পা দাশ এবং কানন চক্রবর্ত্তী তিনজন কিশোরীকে টি.টি. টিকা প্রদান, মিলি দাশ চারজন শিশুর জন্মনিবন্ধন নিশ্চিত করা এবং উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশন আয়োজনে গ্রাম উন্নয়ন দলের পক্ষ থেকে সহযোগিতা দেওয়া হবে। উক্ত ফলোআপ সভায় ১০ জন নারী ও চারজন পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ০৫ মার্চ ২০১৯, বেতাগা ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের চাঁদেরঢোন গ্রামে গ্রাম উন্নয়ন দলের ফলো-আপ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ময়মনসিংহ অঞ্চল

হলিডে ক্যাম্প: আনন্দে সারাদিন

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে দৃঢ়চিত্তে এগিয়ে চলার প্রতিশ্রুতিকে ধারণ করে ময়মনসিংহ সদর উপজেলা এবং মুক্তাগাছা উপজেলার বারোটি বিদ্যালয়ের ইয়ুথ ইউনিটের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো হলিডে ক্যাম্প-২০১৯। ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, টাঙ্গাইলের দোখলায় এই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

দিনব্যাপী এই আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিলো দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে পরিচালিত 'কন্যাশিশুদের জন্য নিরাপদ বিদ্যালয় ক্যাম্পেইন' কার্যক্রমের সদস্যদেরকে একত্রিত করা এবং এই ক্যাম্পেইনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বিগত বছরগুলোতে সদস্যদের অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার কৌশলসমূহ পরস্পরের সাথে বিনিময় করা। এই শিক্ষণ প্রক্রিয়াটি পরিচালিত হয় একটি আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে।

জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। এরপর স্বাগত বক্তব্যে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আঞ্চলিক সমন্বয়কারী জয়ন্ত কর বলেন, 'তারুণ্য মানে সাহসিকতা, উদ্যোগ আর উদ্যম। তারুণ্য মানে ভাবনা, মেধা আর দক্ষতার মিশেল, যা এনে দেয় কাঙ্ক্ষিত সাফল্য। তরুণরাই গড়ে দেশ।

ভালোবাসা দিয়ে আনে বিজয়। হলিডে ক্যাম্প হচ্ছে এমন একটি স্থান যেখানে সৈন্যরা যুদ্ধ জয়ের পরিকল্পনা করে। আমাদের এই তরুণ সদস্যদের এখনকার যুদ্ধ হলো কন্যাশিশুদের জন্য নিরাপদ বিদ্যালয় তৈরির ক্ষেত্রে সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো।'

এরপর বক্তব্য রাখেন ডি. কে. ইসলামিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোখলেসুর রহমান। তিনি এমন একটি আয়োজনের জন্য দি হাঙ্গার প্রজেক্টকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

আলোচনার পর দ্বিতীয় পর্বে ছিলো কুইজ প্রতিযোগিতা। বিদ্যালয়ের ইয়ুথ ইউনিটের সদস্যরা উক্ত প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

তৃতীয় পর্বটি ছিলো অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই পর্বে ইউনিট সদস্যরা ইউনিটভিত্তিক দলীয় কাজে অংশ নেয়। এই পর্বে তারা বিগত বছরে তাদের অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কৌশল ইত্যাদি উপস্থাপন করে। তাদের অর্জনসমূহের মধ্যে ছিলো অভিযোগ বাক্স তৈরি, সামাজিক ম্যাপ তৈরি, যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি গঠনে সহায়তা, দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন, আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচির আয়োজন, দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় সহায়তার জন্য তহবিল গঠন, বিদ্যালয়ে সততা স্টোর তৈরি, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ, প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষার গুরুত্ব এবং বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে এলাকাবাসীকে সচেতন করার জন্য উঠান বৈঠকের আয়োজন ইত্যাদি।

কাজ করতে গিয়ে তাদেরকে বিভিন্ন সময়ে যেসব সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়েছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে, কিছু ক্ষেত্রে অভিভাবক এবং এলাকাবাসীর অসহযোগিতা, স্থানীয় বখাটে ও মাস্তানদের উপদ্রব ইত্যাদি। এসব চ্যালেঞ্জ তারা কীভাবে মোকাবিলা করেছে তা তারা প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করে।

চতুর্থ পর্বে উপস্থিত বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। প্রতিটি ইউনিট থেকে একজন প্রতিনিধি একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর দুই মিনিট করে বক্তব্য প্রদান করে। বিষয় নির্বাচন করা হয় লটারির মাধ্যমে। উপস্থিত বক্তৃতার বিষয়গুলো ছিলো: যৌন হয়রানি প্রতিরোধ, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ, পরিচ্ছন্ন বিদ্যালয়, কৈশোরকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং মানসম্মত শিক্ষা।

পঞ্চম পর্বে ছিলো বিতর্ক প্রতিযোগিতা। এখানে অংশ নেয় আমলীতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ছায়াপথ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বিতর্কের বিষয় ছিলো: 'বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের সচেতনতাই যথেষ্ট'। এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয় আমলীতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে অন্যান্য আয়োজনের মধ্যে ছিলো ছেলেদের জন্য অন্ধ দৌড় এবং মেয়েদের জন্য স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা। অতিথিদের (শিক্ষক এবং অভিভাবক) জন্য মিউজিকাল গেমের (বাজনার তালে তালে বল নিক্ষেপ) আয়োজন করা হয়।

দুপুরের খাবার পর মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, র‍্যাফেল ড্র এবং পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পরিশেষে, উপস্থিত সকলের বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে অবস্থান নেয়ার শপথ ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে অনন্য এই আয়োজনটির সমাপ্তি ঘটে।

এছাড়া ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, ময়মনসিংহের চুরখাই প্রিয়কুঞ্জ পার্কে উদ্‌যাপিত হয় দিনব্যাপী আরেকটি হলিডে ক্যাম্প। উক্ত ক্যাম্পে খাগড়হড়, কুষ্টিয়া, চর নিলক্ষিয়া ও চর ঈশ্বরদিয়া ইউনিয়নের মোট ১৪টি বিদ্যালয় হতে ১৪০ জন ইয়ুথ ইউনিটের সদস্য, প্রতিটি বিদ্যালয়ের ৫০ জন সহায়ক ও শিক্ষকগণ অংশগ্রহণ করেন।

সামাজিক সমস্যা সমাধান করার লক্ষ্যে ফলদা ইউনিয়নে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

রমজান ও গ্রীষ্মের ছুটিতে সাধারণত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ থাকে। এই সময় বাল্যবিবাহ ও যৌন হয়রানি-সহ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ করার কাজ যাতে ব্যাহত না হয় সেজন্য ফলদা শরিফুন্নেছা বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে গঠন করা হয় দশটি সমন্বয় কমিটি। দুইজন শিক্ষক ও তিনজন শিক্ষার্থীকে নিয়ে গ্রামভিত্তিক এই কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যরা যাতে একে অন্যের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেন সেজন্য শিক্ষার্থীদের মোবাইল নাম্বার শিক্ষকের হাতে এবং শিক্ষকের মোবাইল নাম্বার শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এখন থেকে শিক্ষার্থীরা যে কোনো বিষয়ে শিক্ষকদের অবহিত করবেন এবং শিক্ষকরা সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। মে মাসের ০৫ তারিখে এই দলগুলো গঠিত হয়। এই দলগুলোর কার্যক্রম সমন্বয় করবেন ফলদা শরিফুন্নেছা বালিক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সন্তোষ কুমার দত্ত ও সহকারী প্রধান শিক্ষক নুর আলম। উল্লেখ্য, টাঙ্গাইলের ভূঞাপুর উপজেলার ফলদা ইউনিয়নে অবস্থিত এই বিদ্যালয়টি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট কর্তৃক পরিচালিত 'কন্যাশিশুদের জন্য নিরাপদ বিদ্যালয় ক্যাম্পেইন'-এর আওতাভুক্ত।

গ্রাম উন্নয়ন দলের সভাপতি শামছুল আলম-এর প্রচেষ্টায় রাস্তা মেরামত

নাগরিকরা সচেতন ও উদ্যোগী হলে অধিকাংশ স্থানীয় সমস্যাই স্থানীয়ভাবে সমাধান করা সম্ভব। কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলায় দেহুন্দা ইউনিয়নের শামছুল আলম এমনই একজন উদ্যোগী মানুষ। তিনি ২নং ওয়ার্ডের খামার দেহুন্দা গ্রামের গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সভাপতি। শামছুল আলম জানান, তারা প্রতি দুই মাস অন্তর ভিডিটির সভায় মিলিত হন। সভায় নিজেদের সমস্যাগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়। এরমধ্যে যে সমস্যাগুলো নিজেদের দ্বারা সমাধান করা সম্ভব গ্রামবাসীর সহায়তায় সেগুলো তারা নিজেরাই সমাধান করেন। ঠিক এইরকম একটি উদ্যোগ নেয়া হয় চলতি বছরের শুরুতে।

দেহুন্দা ইউনিয়নের খামার দেহুন্দা বৈঠাখালী গ্রামের প্রধান সড়কটিতে একটি গর্ত দেখা যায়, যা ক্রমেই বড় হতে থাকে। এ বিষয়টিকে কেউ আমলে না নেয়ায় এক পর্যায়ে তা বেশ বড় আকার ধারণ করে। বর্ষাকালে এ গর্তে পানি জমে থাকে। তখন গ্রামের সাধারণ মানুষজন বিশেষ করে বিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীরা বেশ বিপাকে পড়েন। ভিডিটির আলোচনায় গ্রামবাসীর এই দুর্ভোগের কথা উঠে আসে। সভার সভাপতি শামছুল আলম বলেন, আমাদের কাজ আমাদেরকে করতে হবে। কারো জন্য অপেক্ষা করা উচিত হবে না। আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় যে, পরদিন সকাল বেলায় নাস্তা করে ভিডিটির সদস্যরা সাবেক ইউপি সদস্য বিলকিস বেগম-এর বাড়িতে সকলেই উপস্থিত হবেন। কথামত সকলেই চলে আসেন এবং সড়কটির মেরামতের কাজ শেষ করেন।

রাজশাহী অঞ্চল

পত্নীতলায় নারী উন্নয়ন মেলায় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রথম স্থান অর্জন

'সবাই মিলে ভাবো, নতুন কিছু কর; নারী-পুরুষ সমতার, নতুন বিশ্ব গড়'– এই স্লোগানকে সামনে রেখে ৮ ও ৯ মার্চ ২০১৯, নওগাঁর পত্নীতলা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে 'নারী উন্নয়ন মেলার' আয়োজন করা হয়।

এতে স্টলের মাধ্যমে নয়টি উন্নয়ন সংস্থা নিজেদের কার্যক্রম প্রদর্শন করে। ৯ মার্চ মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শরিফুল ইসলাম মেলায় অংশ নেওয়া সকল প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার এবং সনদ প্রদান করেন। প্রদর্শিত বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে স্টলগুলোর মধ্যে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট, পত্নীতলা প্রথম স্থান অর্জন করে। মেলায় হাসেনবেগপুর আদিবাসী উন্নয়ন দল দ্বিতীয় স্থান এবং পত্নীতলা কারুশিল্প পল্লী অর্জন করে তৃতীয় স্থান। মেলায় অংশ নেওয়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো হলো জাতীয় মহিলা সংস্থা, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ লুথারেন মিশন ফিন্নিস, আলোহা সোস্যাল সার্ভিসেস, উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং ব্রতী।

তথ্যবন্ধু লিয়াকত আলীর আবেদনের প্রেক্ষিতে

মহাদেবপুর উপজেলার আটটি সরকারি কার্যালয়ে খোলা হলো তথ্য অধিকার ফাইল

নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলার বিভিন্ন কার্যালয়ে আসতে শুরু করেছে ইতিবাচক পরিবর্তন। এর কারণ হিসেবে ভূমিকা রাখছে তথ্য চেয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে করা তথ্যবন্ধু লিয়াকত আলীর আবেদন। তার আবেদনের আগে ঐ সকল কার্যালয়ে কেউ আবেদন করেননি। প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাগণের এই বিষয়ে আগে কোনো ধারণা না থাকায় তারা তথ্যবন্ধু লিয়াকতের কাছে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন।

২০০৯ সালে 'তথ্য অধিকার আইন'টি পাশ হলেও জনগণ এই আইন সম্পর্কে না জানার কারণে তথ্য চেয়ে আবেদন করা থেকে বিরত ছিল। যার কারণে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণও এই বিষয়ে জানার প্রয়োজন অনুভব করেননি। কিন্তু জনাব লিয়াকতের আবেদনের পর থেকে তারা যেন জেগে উঠতে বাধ্য হয়েছেন। এরফলে তথ্য চাওয়ায় তাদের আচরণে বিরক্তি থাকলেও তথ্য প্রদান করা থেকে বিরত রাখতে পারেননি নিজেদের। এখন ঐসকল কার্যালয়ে 'ক' ফরম সংগ্রহের জন্য আলাদা ফাইল খোলা হয়েছে। যেসব কার্যালয়ে নতুন ফাইল খোলা হয়েছে তার একটা তালিকা তৈরি করেছেন তথ্যবন্ধু লিয়াকত। কার্যালয়গুলো হলো: ১. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয়; ২. উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয়; ৩. উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয়; ৪. উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়; ৫. একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প কার্যালয়; ৬. উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়; ৭. উপজেলা সমাজ সেবা কার্যালয়; ৮. উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়; ৯. উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

রংপুর অঞ্চল

সাড়া জাগালো তথ্য চেয়ে একটি আবেদন

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রণোদনায় পরিচালিত 'তথ্য অধিকার আইন-২০০৯'-এর জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের দিনাজপুর জেলার একজন সক্রিয় কর্মী বিপস্নব চন্দ্র দে কুনাল। তিনি রংপুর বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলার সকল সরকারি দপ্তরের তথ্য কর্মকর্তা এবং আপিল কর্মকর্তার নাম, পদবি, ই-মেইল ও মোবাইল নাম্বার চেয়ে একটি আবেদন করেন। আবেদনের কিছুদিন পর তাকে ফোন করে জানানো হয় তার চাওয়া তথ্য প্রস্তুত হয়েছে, তিনি যেন তা সংগ্রহ করেন।

কিন্তু কুনাল দিনাজপুরে বসবাস করেন বিধায় তথ্য গ্রহণকারী হিসেবে রংপুরে বসবাসরত তথ্যবন্ধু হাফিজ তথ্য সংগ্রহ করতে যান। তথ্য সরবরাহের সময় তাকে জানানো হয় যে, সহকারী বিভাগীয় কমিশনার লায়লা আঞ্জুমান বানু তথ্য গ্রহণকারীর সাথে দেখা করতে চেয়েছেন। তথ্যবন্ধু হাফিজ সহকারী বিভাগীয় কমিশনারের কক্ষে যাওয়ার পর তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে এই কার্যক্রমের আদ্যোপান্ত জানতে চান। বিষয়টি পুরো শোনার পর তিনি প্রশ্ন করেন জনগণ বিষয়টি আগ্রহ ভরে নিচ্ছে কি-না। এরপর তিনি জানান, তথ্য অধিকার আইনের আওতায় এটাই ছিল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে করা প্রথম আবেদন। আবেদনটি জমা হওয়ার পর বিভাগীয় কমিশনারকে অবহিত করা হয়। এরপর তিনি এটিকে মাসিক সভার আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেন। রংপুর বিভাগের সকল জেলা প্রশাসকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত সেই মাসের মাসিক সভায় তিনি বিষয়টি উপস্থাপন করেন এবং প্রত্যেক জেলার সকল সরকারি দপ্তরের তথ্য প্রদান কর্মকর্তার তথ্য সংগ্রহ করে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে পাঠাতে নির্দেশনা দেন এবং এই আদেশ সংক্রান্ত চিঠি সকল জেলা প্রশাসকের হাতে তুলে দেন। জেলা প্রশাসকগণ নিজ নিজ জেলার সকল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে একই নির্দেশ প্রদানপূর্বক পত্র প্রেরণ করেন। খুব কম সময়ের মধ্যেই সকল উপজেলা থেকে তথ্য জেলা পর্যায়ে আসে এবং সেগুলো জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। সহকারী বিভাগীয় কমিশনার জানান, এই একটি আবেদনের জন্য পুরো বিভাগের কয়েকশত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কাজ করতে হয়েছে। তাই এই কথাটি যেন জনগণকে জানিয়ে দেওয়া হয়, যাতে জনগণ এই আইনের শক্তিটি জানতে পারে এবং চর্চা করতে উৎসাহিত হয়। সহকারী বিভাগীয় কমিশনার জনাব লায়লা আঞ্জুমান বানু তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার এই আন্দোলনটি শুরু করার জন্য সংশিস্নষ্ট সকল ব্যক্তি ও সংগঠনকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে কাজ করছেন কল্পনা বেগম

রংপুরের গংগাচড়া উপজেলার গজঘন্টা ইউনিয়নের জয়দেব পূর্বপাড়ার একজন নারীনেত্রী কল্পনা বেগম, যিনি তার এলাকায় নারীর প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতা রোধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন। ২০১২ সালে নারীনেত্রী মোসা. নিশাত চৌধুরীর অনুপ্রেরণায় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন তিনি। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ও অংশগ্রহণমূলক আলোচনা কল্পনাকে মুগ্ধ করে। প্রশিক্ষণ থেকে তিনি অসহায় ও নির্যাতনের শিকার হওয়ার নারীদের পাশে দাঁড়ানোর দিক-নির্দেশনা পান।

প্রশিক্ষণের পর থেকে যেখানেই নারী নির্যাতনের সংবাদ পান, সেখানেই ছুটে যান কল্পনা। সাধ্যমত নির্যাতনের শিকার হওয়া নারীদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। নারীর প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতা বন্ধ করতে তিনি এলাকার মানুষগুলোকে সচেতন করার জন্য প্রতিনিয়ত উঠান বৈঠক পরিচালনা করে চলেছেন। নিরলস প্রচেষ্টা দিয়ে কল্পনা ইতিমধ্যে ২০ থেকে ২৫টি পারিবারিক নির্যাতনের ঘটনা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছেন।

কাতানটারি গ্রামের আক্কাশ আলীর স্ত্রী প্রায় দেড় বছর ধরে স্বামীর পরিবারের সাথে দ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে বাবার বাড়িতে বসবাস করছেন। ঘটনাটি কল্পনার নজরে আসার পর তিনি প্রথমে ছেলের পরিবারের লোকজনের সাথে যোগাযোগ করেন। তার যোগাযোগের প্রেক্ষিতে এলাকার লোকজনকে নিয়ে শালিসের আয়োজন করা হয়। পরে শালিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের এ বিরোধের মীমাংসা হয়। বর্তমানে আক্কাশ আলী তার স্ত্রীকে নিয়ে সুখেই সংসার করছেন। এছাড়া ০৮ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে জয়দেব পূর্বপাড়ার গ্রামের মোছা. রশিদা বেগম-এর পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ করতে সক্ষম হন নারীনেত্রী কল্পনা বেগম।